গাংনীতে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

গাংনীতে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ আেলোাচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক। এসময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক সহ বিভিন্ন কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ইউপি চেয়ারম্যান বৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

‘চাই সত্য উচ্চারনের অধিকার’ এ স্লোগানে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ বুধবার সকালে জেলা পরিষদের সামনে স্মৃতিসৌধে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহ- সভাপতি আব্দুর রহমান, সহ- সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সহ- সভাপতি হাবিবুর রহমান হবু, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস,সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইহেদাতুন নেছা, বিএনপির নেতা শাহাবুদ্দিন মোল্লা, সহ যুবদল, স্বেচ্ছাসেবকদল, ছাত্রদল, কৃষক দল ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে র্যালি বের হয়।

র্যালিটি মেহেরপুরের প্রধান শহর প্রদক্ষিণ করে জেলা পরিষদের সামনে এসে শেষ হয়।

গাংনীতে অনলাইন জুয়ার সম্পৃক্ততায় ছাত্রলীগ নেতা শিপুসহ ৬জন আটক

অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকায় গাংনীর সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের পিএস জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপুসহ ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটা থেকে দীর্ঘ সময় গাংনী শহরে শিপুর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে অভিযান চালায় মেহেরপুরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম। অভিযানে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক, ডিবির ওসি সাইফুল আলমসহ ডিবি পুলিশ ও পুলিশের একাধিক টিম অংশ নেয়।
অভিযান শেষে রাত ১১টার দিকে তাদেরকে মেহেরপুর ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আটকরা হচ্ছেন- সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহিদুজ্জামান শিপু, গাংনী সরকারি কলেজের অফিস সহকারী রবিউল ইসলাম, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা জুবায়ের হোসেন উজ্জল, গাংনী বাজার কমিটির সদস্য বিপুল হোসেন, মালসাহ গ্রামের চঞ্চল হোসেন ও জিয়াউর রহমান। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, গাংনী উত্তরপাড়া শাহিদুজ্জামান শিপুর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। শিপুর মাধ্যমে অনেক মানুষ জুয়ার খেলার সাথে সম্পৃক্ত। এর মাধ্যমে টাকা পাচার হচ্ছে বিদেশে। এমন অভিযোগে ডিবি ও গাংনী থানা পুলিশের দুটি দল রাতে শিপুর ব্যক্তিগত কার্যালয়ে অভিযান চালায়। এসময় শিপুসহ কয়েকজন সেখানে প্রতিদিনের ন্যায় বসে ছিল। তাদের ব্যবহৃত ১৪টি মোবাইল ডিভাইস জব্দ করে প্রাথমিক পরীক্ষা করে। দীর্ঘ সময় ধরে মোবাইল পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে রাত ১১টার দিকে তাদের ছয়জনকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যায়।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন জানান, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুসহ ছয় জনকে অনলাইন জুয়ার সাথে সম্পৃক্ততার

প্রমাণ পাওয়ায় তাদের আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ডিজিটাল ডিভাইস হিসেবে ১৪টি মোবাইল ও সিম জব্দ করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ ও ডিভাইসগুলো প্রয়োজনীয় পরীক্ষা শেষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুর আদালতে হোটেল আটলান্টিক নিয়ে নাজনীন খান প্রিয়ার ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী

অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ধারণ করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অন্যতম হোতা নাজনীন খান প্রিয়া ওরফে প্রিয়া খান রিমাণ্ড শেষে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিয়েছে।

গত সোমবার বিকালে মেহেরপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো: তারিক হাসানের খাস কামরায় প্রিয়া খান জবানবন্দী দেন।

প্রিয়া খান তার জবানবন্দীতে আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন ও কয়েকজন সাংবাদিককে অভিযুক্ত করেছেন। জবানবন্দীতে তিনি জানান, মউক পরিচালিত মানবতার চোখ অনলাইন পোর্টালে কাজ করার সুবাদে হোটেল আটলান্টিকায় বিজ্ঞাপন নিতে গিয়ে হোটেল মালিক মতিয়ার ও তার ছেলে মামুনের সাথে পরিচয় হয়। সাংবাদিকতা ছেড়ে দেওয়ার পর হোটেল আটলান্টিকায় গিয়ে কাজ চাইলে তারা আমাকে কাজ দেওয়ার কথা বলে। আনুমানিক দেড় মাস আগে সকাল ১১ টার দিকে হোটেল মালিকের ছেলে মামুন আমাকে ফোনে ডাকে। আমি সেখানে যাওয়ার পর মামুন আমাকে অন্যের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করার প্রস্তাব দেয়। মামুন আমাকে আমঝুপির মৃত মোজাফফর হোসেনের ছেলে সাইদ ও সাইদের সাথে থাকা আরেকজনের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করার জন্য বলা হয়। আমি নির্দিষ্ট রুমে অপেক্ষা করতে থাকি। কিছুক্ষণ পর সাইদ ও তার সাথে আরেকজন ব্যক্তি আসে। আমি প্রথমে সাইদের সাথে এবং পরে ওই ব্যক্তির সাথে শারীরিক সম্পর্ক করি। এ জন্য মামুন আমাকে ৪হাজার টাকা দেয়। আমি পরে জানতে পারি মামুন তাদের কাছে ১০ হাজার টাকা নিয়েছে। কিন্তু আমি জানতাম না যে, মামুন গোপনে সেগুলো

ভিডিও কেও এবং বিভিন্ন সাংবাদিকদের কাছে দিয়ে দেয়। পরে জানতে পারি, সাংবাদিকরা ওই ভিডিও ইন্টারনেটে ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে সাইদের কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবী করে। মামুন ও তার পিতা মতিয়ার সাংবাদিকদের মাধ্যমে এইসব কার্যক্রম করে থাকে।

প্রিয়া খান জবানবন্দীতে আরো জানায়, সে, বর্ষা বিপাশা, বিপাশার মা সবাই মল্লিকপুকুরের পাশে ডক্টরস ল্যাবের ৩য় তলায় জিমে গিয়ে জিম করেন এবং অবসরে সেখানে আড্ডা দেন। বর্ষা, নুসরাত, বিপাশা, ছন্দা, আরমা, আকসা, তামান্না ছাড়াও অনেকে আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার ও তার ছেলে মামুনের সহায়তায় গোপনে ভিডিও করে এবং সাংবাদিকদের মাধ্যমে সেই ভিডিও দিয়ে বিভিন্ন লোকের কাছে মোটা অংকের চাঁদাবাজী করে।

জবানবন্দী শেষে জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তারিক হাসান তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গত ২৩ নভেম্বর ভোররাতে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), সদর থানা পুলিশ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে শহরের হোটেল বাজার এলাকার ভাড়া বাসা থেকে প্রিয়া খানকে গ্রেফতার করেন।

এর আগে মনোয়ার হোসেন নামের এক ভূক্তভোগী মঙ্গলবার তাকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ৩২, তারিখ ২২/১১/২০২২ইং।

নাজনীন খান প্রিয়া চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দুলালনগর গ্রামের নাজমুল হোসেনের মেয়ে। বর্তমানে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় একটি ভাড়া বাসাতে বসবাস করছেন তিনি।

বাদীর অভিযোগপত্র থেকে জানা যায়, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউকে চাকুরী সূত্রে মোছা: নাজনীন খান প্রিয়া ওরফে প্রিয়া খানের সাথে পরিচয় হয়। কাজের সূত্রে আমঝুপি ফার্ম সংলগ্ন মউক হেলথ কেয়ারের দায়িত্ব পালনের সময়ে গত তিন মাস আগের ২৩/০৮/২২ তারিখে আনুমানিক বেলা ১২টার সময়ে আমাকে ছাদে যাওয়ার জন্য ডাকলে, আমি সরল বিশ্বাসে ছাদে উঠলে, আমাকে জড়িয়ে ধরে বেশ কয়েকটি ছবি তোলে, আমি স্বাভাবিকভাবে সহজ-সরল বিশ্বাসে সহকর্মী হিসাবে তখন কিছু বলিনি। কিন্তু বর্তমানে নাজনিন খান প্রিয়া আসামাজিক আচারণের দায়ে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক হতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর চাকুরিচ্যুত হন।

চাকরিচ্যুত হওয়ার পর গত দুই মাস যাবৎ তিনি বিভিন্ন সময়ে আমাকে

পূর্বের সেই ঘনিষ্ট ছবিগুলি ভাইরাল করে দিবে ও পত্রিকায় সংবাদ ছাপানোর ভয় দেখিয়ে দুই লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করেন। ইতোমধ্যে আমি সামাজিক ও পারিবারিক ভয়ে তাকে বিশ হাজার টাকা প্রদান করেছি। এর পরে নাজনীন খান প্রিয়া বিভিন্ন নাম্বার থেকে ফোন দেওয়ায়, ভয়ে আমি আমার ব্যবহৃত সিমটি ফেলে দিয়েছি। বর্তমানে আমি সব সময় আতঙ্কিত আছি যেকোন সময়ে নাজনীন খান প্রিয়াসহ তাদের গ্রুপ আমাকে ব্ল্যাক মেইল করে বড় ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি ও মামলা-মোকদ্দমা করিয়ে সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে নিঃস্ব করে দেবে।

প্রসঙ্গত, গত ২৯ নভেম্বর দিবাগত রাতে হোটেল আটলান্টিকের মালিক মতিয়ার, তার ছেলে মামুন ও ছন্দা নামের এক নারী আটক হয়। পরে ছন্দা আদালতে ১৬৪ ধারা জবানবন্দী প্রদান করে। জবানবন্দীতে উঠে আসে নানা তথ্য। এ চক্রের সাথে জড়িত চার সাংবাদিক ও এক আইনজীবী শিরোনামে ১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার মেহেরপুর প্রতিদিনে প্রধান শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। এ ঘটনার পর থেকে জবানবন্দীতে আসা ব্যক্তিরা গা ঢাকা দিয়েছেন। এ কার্যক্রমের সাথে জড়িত নারীরা পলাতক রয়েছেন।

অনলাইন জুয়ার আরও তথ্য মিলল মুজিবনগরের চার এজেন্টের কাছে

তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে অনলাইন জুয়ার আদ্যপ্রান্ত তথ্য দিলেন মেহেরপুর শহরের এবি ক্যাফে থেকে আটক ৪ অনলাইন জুয়াড়ী। তারা হলেন, অনলাইন জুয়ার এজেন্ট- মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের সাইদুর ইসলাম (২২), জাহাঙ্গীর আলম (২৫),রফিকুল ইসলাম (৪১) এবং সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের সুমন খন্দকার (৩৬)।

জুয়া মামলার তদন্ত অফিসার মেহেরপুর সাইবারক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের প্রধান উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুজ্জামান গত ২৯/১১/২০২২ তারিখে তাদের ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত গত ৩০/১১/২০২২ তারিখে শুনানী শেষে তাদের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রিমাণ্ডে অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা গোপালপুর গ্রামের আশরাফুল ইসলামের ছেলে স্বপন (২৮) এর কথা স্বীকার করেছে। স্বপন

[illegible]

[illegible]

সাইন ১এক্◌্রবেট এবং মেলবেট এর বাংলাদেশের প্রতিনিধির একটি লিংক দেন।

পরে বাংলাদেশের প্রতিনিধির সাথে টেলিগ্রামে কথা বলে তাদের সম্মতিতে বাংলাদেশ প্রতিনিধির সাথে কথোপকথনের স্কিন শর্ট তাদের টেলিগ্রামে পাঠাতে হয়। পরে তাদের বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা একটি ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দেন। এই ইউজার এবং পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে রেড্ডি নামক এ্যাপলিকেশন এবং মেনেজমেন্ট.আইও ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা হয়। ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পর প্রয়োজন হয় ব্যালেন্স প্রবেশ করানো এবং অবৈধ ই ট্রানজেকশনের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং সিমকার্ড। সে কয়েকজন এজেন্ট নিয়োগ দিয়ে এই অবৈধ কারবার চালিয়ে আসছে।

রিমান্ডের অপর আসামি সজিব খান বলেন, সে গ্রেফতারকৃত বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল ও পলাতক নাসির শাহ (২৮) এর সাথে ব্যবসায়ীক পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সে অনলাইন চ্যানেল চালানোর পাশাপাশি অবৈধ এজেন্ট সিমকার্ড সংগ্রহের কাজ করে। এলাকা এবং রাজশাহী থেকে এজেন্ট সিম কার্ড সংগ্রহ করে বলে স্বীকার করে সে। এসব এজেন্ট সিমকার্ড দিয়েই অনলাইন জুয়ার অবৈধ ই ট্রানজেক্শন করে। বেশ কিছু অবৈধ এজেন্ট সিমকার্ড ও তার মালিকের নাম ঠিকানাও জানিয়েছে সে। সজীব খান জানিয়েছে, একটি অবৈধ এজেন্ট সিমকার্ডের মালিককে মাসিক ৩৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা ভাড়া দিতে হয়।

তদন্ত অফিসার মনিরুজজামান তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, দুই আসামি রিমান্ডে ১৬১ ধারায় জবানবন্দী দিলেও ১৬৪ ধারায় আদালতে জবানবন্দী দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

সম্প্রতি শহরের কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফে রেস্টুরেন্ট অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের সাইদুর ইসলাম (২২), জাহাঙ্গীর আলম (২৫),রফিকুল ইসলাম (৪১) এবং সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের সুমন খন্দকার (৩৬)আটক করা হয়।
এসময় তাদের কাছে থেকে ৫টি মোবাইল ফোন, অনলাইন জুয়ার সাইট পরিচালিত ২টি নগদ ও বিকাশের এজেন্ট সিম, নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং ১০টি সিম উদ্ধার করেছে পুলিশ।

অনলাইন জুয়ার আরও সংবাদ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে ২৪ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত

৩১ তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৪ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা, প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার, সেলাই মেশিন ও চেক বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৩ ডিসেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্বে করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম।

প্রতিবন্ধী দিবসের অনুষ্ঠানে (ভার্চ্যুয়ালী) প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোঃ ফজলে রাব্বি, মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ অলোক কুমার দাস, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য শামীম আরা হীরা প্রমূখ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার আব্দুর রব, মেহেরপুর প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষক রুপালি খাতুন, এসকেএফ অটিষ্টিক্ট ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের সভাপতি ফয়েজ উদ্দীন আহম্মেদ, প্রতিবন্ধী মো: টনি, মো: রাতুল, হাসান। এছাড়া অভিভাবকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নাইমা ফারহানা।

আলোচনা শেষে ৩১ তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৪ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর প্রদিবন্ধীদের মাঝে ৭ টি হুইল চেয়ার, ৩০ টি সেলাই মেশিন,,৩ টি হেয়ারিং এইড এবং ২ লক্ষ টাকা ঋণের চেক বিতরণ করা হয়।

রাস্তা হলো উন্নয়নের প্রতীক — জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেন, রাস্তা হলো উন্নয়নের প্রতীক। যে এলাকার যত রাস্তা হবে, যোগাযোগ যত উন্নত হবে, সেই এলাকা তত উন্নত হবে। উপজেলা থেকে উপজেলা পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ ও মেরামতের ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবন মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দৈনিন্দিন কাজগুলোকে সহজ করতে পারছি। রাস্তা ঘাটের উন্নয়নের ফলে যোগাযোগ ও আইনশৃংখলার ব্যাপারে নিরাপদ এলাকা হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি।

শুক্রবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে আয়োজিত “৬৪৩ কোটি টাকা ব্যায়ে কুষ্টিয়া ত্রিমোহনী থেকে মেহেরপুর পর্যন্ত রাস্তাটির যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নতিকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

এর আগে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মেহেরপুর
কলেজমোড়ে নামফলক উন্মোচন করে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আরও বলেন, ২০১৪ সালের পর থেকে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৪৩৮ কোটি ৪ লাখ টাকা ব্যায়ে ইউনিয়ন ও গ্রামের বিভিন্ন রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে। এখন কৃষকদের সরাসরি উপকার করার জন্য মাঠের রাস্তাগুলোর কাজ করা হচ্ছে। রাস্তার উন্নয়ন হলে কৃষকরা তাদের ফসল দ্রুত বিক্রি করতে পারেন এবং ন্যায্যমূল্যে পাচ্ছেন। রাস্তা ঘাট ভাল হওয়ার ফলে কৃষকদের জমির দামও বেড়েছে।

তিনি বলেন, মুজিবনগর ঘীরে অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মেহেরপুর এখন বাংলাদেশের উন্নয়নের রোল মডেল। এই জেলাকে সাজাতে অনেক বড় পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। জেলার রাস্তা ঘাট, স্কুল কলেজ, নাদী নালা ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের কারণে মেহেরপুর জেলা এখন অর্থনৈতিকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জামায়াত বিএনপি’র জোট সরকারের আমল ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত অন্ধকার যুগে মানুষ সন্ধ্যার পর বাইরে বের হতে পারতো না। আতংকের মধ্যে থাকতো। মানুষ গ্রামে থাকতে চাইতো না। অথচ, এখন মানুষ গ্রামেই ফিরে গিয়ে বাড়ি তৈরী করছেন। কারণ, এখন গ্রাম আর সেই গ্রাম নয়, গ্রাম এখন শহরে পরিণত হয়েছে। গ্রামগুলো এখন দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবির মত। কৃষকরা ঘরের দরজা খোলা রেখে ঘুমাতে পারছেন। মাঠের মেসিন আর গোয়ালের গরু চুরি হচ্ছেনা। এখন মানুষ চরম নিরাপত্তার মধ্যে আছেন।

দেশের অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার আহবান জানিয়ে ফরহাদ হোসেন বলেন, যারা ইতোপূর্বে ব্যর্থ হয়েছে, খুন খারাপি, জঙ্গিবাদ, চুরি ডাকাতি করেছে। সেই বিএনপি এখন আন্দোলনের হুমকী দিচ্ছে। মানুষ তাদের সেই আন্দোলন সংগ্রামের ডাকে সাড়া দেবেনা। ১৪ সালে তারা যেভাবে পেট্টোল বোমা মেরেছে, তাতে শুধু আওয়ামী লীগের লোক নয়, বিএনপির লোকও পেট্টোল বোমায় ঝলসে গেছেন, মারা গেছেন। তারা আবার সন্ত্রাসীদের নিয়ে হুমকী দিচ্ছেন। জঙ্গিদের নিয়েই বিএনপি জামায়াতের চলাফেরা। বিএনপি জামায়াত যাতে এই উন্নয়ন ও শান্তি বিঘ্নিত করতে না পারে সেব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার আহবান জানান।

সড়ক ও জনপদ বিভাগ কুষ্টিয়া সড়ক সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু হানা মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, সড়ক ও জনপদ বিভাগ খুলনার অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ আসলাম আলী, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী।

মেহেরপুরে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ জেলায় সেরা

২০২২ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে।

বরাবরের মত এবারও গাংনীর সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ ১৩০ টি জিপিএ-৫ ও শতভাগ পাশ করে ফলাফলে মেহেরপুর জেলার শীর্ষে অবস্থান করছে। এই বিদ্যালয়টি থেকে ১৪৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ১৩০ জন জিপিএ-৫ ও শতভাগ পাশ করেছে।

মেহেরপুর শহরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ৬৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে শতভাগ পাশসহ জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৭ জন পরীর্ক্ষাথী।জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৮৬ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৪৬ জন জিপিএ-৫ পেয়ে শতভাগ পাশ করেছে। বেসরকারি এমপিওভূক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফলাফলে জেলার শীর্ষে রয়েছে।

মেহেরপুর সরকারি মাধ্যমিক বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২১১ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাশ করেছে ২০৭ জন। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে৭৮ জন, অকৃতকার্য হয়েছে ৪ জন। পাশের শতকরা হার ৯৮.১০ শতাংশ। মেহেরপুর সরকারি মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২৫৪ জন পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও অংশ নিয়েছে ২৫২ জন। এদের মধ্যে ১২৫ জন জিপিএ-৫ নিয়ে মোট পাশ করেছে ২৪৭ জন। ৫ শিক্ষার্থী ফেল করেছে। শতকরা পাশের হার ৯৮.০২ ভাগ।

গাংনী সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে ৯৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে ৩১ জন জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করেছে ৯৬ জন। বিদ্যালয় থেকে মাত্র ১ জন শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজ থেকে ২৩২ জন অংশ নিয়ৈ ১১১ জন জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করেছে ২২৬ জন। ৬ জন ফেল করেছে বিদ্যালয়টি থেকে। পাশের শতকরা হার ৯৭.৪১ ভাগ। এদিকে একই বিদ্যালয় থেকে ভোকেশনাল শাখায় পরীক্ষার্থী ছিলো ২২৩ জন। পাশ করেছে ২০৮ জন, ফেল করেছে ১৫ জন। শতকরা পাশের হার ৯৩.২৭ ভাগ।

মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১২০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ৩১ জন জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করেছে ১১০ জন। পাশের শতকরা হার ৯৩.২২ ভাগ। চেংগাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৬১ জন পরীক্ষা দিয়ে ১৪ জন জিপিএ-৫ পেয়ে শতভাগ পাশ করেছে। শালদহ এসএআরবি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৩৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও অংশ নিয়েছে ৩২ জন। ৫ জন জিপিএ ৫ পেয়ে শতভাগ পাশ করেছে। বিবিএন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৫৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ৪ জন জিপিএ-৫ পেয়ে মোট পাশ করেছে ৫২ জন, ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৪৬ জন অংশ নিয়ে ১৩ জন জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করেছে ৪৩ জন, এসকেএস মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৮৫ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ১১ জন জিপিএ-৫ পেয়ে মোট পাশ করেছে ৭৯ জন, মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে ৭৯ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১ জন জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করেছে ৭২ জন, মেহেরপুর শহরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল থেকে ৩২ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৩১ জন। করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১২৮ জন পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও অংশ নিয়েছে ১২৪ জন। ১৬ জন জিপিএ-৫ পেয়ে মোট পাশ করেছে ১২১ জন।

চিৎলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৭৯ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ৬ জন জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করেছে ৭৮ জন, কাজীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৫০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ৪ জন জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করেছে ৪৯ জন, বাওট সোলাইমানীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৭৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৫ জন জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করেছে ৬৮ জন, বাওট আদর্শ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে ২১ জন অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও ২০ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ১ জন জিপিএ-৫সহ শতভাগ পাশ করেছে, কুমারীডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৩৭ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৬ জন জিপিএ-৫ পেয়ে মোট পাশ করেছে ৩৫ জন, মটমুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৬৫ জন অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও পরীক্ষা দিয়েছে ৬৩ জন। ৩ জন জিপিএ-৫ পেয়ে মোট পাশ করেছে ৬১ জন, হোগলবাড়িয়া হাজী ভরষ উদ্দীন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৫৫ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১৫ জন জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করেছে ৫৩ জন, বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৭১ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৩২ জন জিপিএ-৫ পেয়ে শতভাগ পাশ করেছে, গাঁড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৭৪ জন অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৭২ জন। ১৮ জন জিপিএ-৫ পেয়ে শতভাগ পাশ করেছে।

জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৭৪ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১০ জন জিপিএ-৫ পেয়ে পাশ করেছে ৭০ জন, হাড়াভাঙ্গা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ৫৯ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১ জন জিপিএ-৫ পেয়ে ৪৩ জন

পাশ করেছে।

এবছর মেহেরপুর শহরের বিদ্যালয়গুলো থেকে গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো ভাল ফলাফল করেছে বলে জানা গেছে।

অনলাইন জুয়ার হোতা ময়না মেম্বরের সাব এজেন্ট শিমুল গ্রেফতার

অনলাইন জুয়ার দূর্গ মুজিবনগরের কোমরপুরে অভিযান চালিয়ে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ময়না মেম্বারের সাব এজেন্ট জিহাদ আলী ওরফে শিমুল (১৯) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার রাত ১২ টার দিকে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এস আই এস এম মনিরুজ্জামান মিলনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম কোমরপুর গ্রামে জিহাদ আলীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত জিহাদ আলী গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে। তাকে ২৫ আগস্টের বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েলের ১১ নম্বর মামলার আসামি দেখানো হয়েছে।

শিমুল একাধারে ময়না মেম্বরের পাশাপাশি মেহেরপুরিয়ান সপের মালিক মাসুদ, রুবেল, নাসির শাহ ও মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবেও কাজ করতো।

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী গ্রহণ করেন। জিহাদ আলী প্রথমে ময়না মেম্বার, মাসুদ ও রুবেলের সাব এজেন্ট পরিচালনা করতো এবং পরে গোপালপুরের নাসির শাহ এবং মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবে মাসিক বেতনে কাজ করতো বলে আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছে।
এদিকে পুলিশ জানায়, জিহাদ আলী ওরফে শিমুলের কাছে থেকে একটি রেডমি নোট টেন এস ব্যাণ্ডের মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। যে মোবাইলে

০১৮৩২-৫৩০৯১৫ ও ০১৯৮৮-২৩২৯৯৫ নম্বরের দুটি সিম ছিলো। মোবাইলে অনলাইন জুয়া পরিচালনাকারী রেড্ডি অ্যাপসে সাব এজেন্ট ৮৪৪২ এ ৮লাখ ৬৮৮৫৯ টাকা ব্যালেন্স ছিলো। অনলাইন জুয়ার চ্যানেল ফাজনাত নগদ এ ৬ লাখ ৬৮ হাজার৬৩৬ টাকা, ফাজনাত উপায় এ ৮লাখ ৭হাজার ৯০৩ টাকা ব্যালেন্স পাওয়া যায়। এসময় আসামী শিমুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে জানায়, সে দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়ার চ্যানেল মালিক কোমরপুর গ্রামের আনছার মেম্বারের ছেলে বর্তমান মেম্বও ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বার, বলিয়ারপুর গ্রামের মুনসুর আলীর ছেলে মো: মাসুদ, কোমরপুর গ্রামের আনারুলের ছেলে রুবেলের চ্যানেলের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো। পরবর্তিতে পুলিশের অভিযান শুরু হলে তাদের কাজ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তিতে গোপালপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে নাসির শাহ ও মহাজনপুর গ্রামের আব্দুস সাত্তার বাটুলের ছেলে হেলালের ওয়ান এক্স বেটের সাব এজেন্ট হিসেবে বেতনভুক্ত হয়ে কাজ করতো এবং মাসিক ১৫ হাজার টাকা বেতন পেতো। বর্তমানে ওয়ান এক্স বেটের ফাজনাত বিকাশ, ফাজনাত উপায় ও ফাজনাত নগদ নামে তিনটি অনলাইন জুয়ার সাব এজেন্ট পরিচালনা করছিলো।

পুুলিশ আরো জানায়, জিহাদ আলী ব্যবহৃত সাব এজেন্টের সিমগুলো ভুয়া জাতীয় পরিচয় পত্র তৈরি করে রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রংপুরসহ কয়েকটি জেলার নাম দিয়ে বিকাশ/উপায়/নগদ এজেন্ট সিম সংগ্রহ করে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলো।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই ট্রানজেকশনের মাধ্যমে রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট ওয়ান এক্স বেট ও মেলবেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোটি কোটি টাকা পাচার করছেন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা। আর এ কাজে সহযোগীতা করছেন মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এর সাথে সেলস প্রতিনিধিরা। তারা মোটা টাকার বিনিময়ে জাল পরিচয়পত্র তৈরি করে অনলাইন জুয়ার এজেন্টের এজেন্ট সিম সরবরাহ করছেন।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর, মহাজনপুর, গোপালপুর, সদরের টুঙ্গী, মেহেরপুর শহর, গাংনীর গাড়াডোবসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে অনলাইন জুয়ার দূর্গ গড়ে উঠেছে। এসব দূর্গে পুলিশ হানা দিয়ে এ পর্যন্ত ২৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের অভিযানের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিনও ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। ফলে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা একরকম কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। গ্রেফতার এড়াতে অনেকেই

আত্মগোপনে রয়েছেন, অনেকেই রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে রয়েছেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন শত শত কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের প্রভাবশালী একজনপ্রতিনিধি, একজন ইউপি সদস্য, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নিতেন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের কাছে থেকে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটিপতি বনে গিয়েছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। সামাজিক মর্যাদার কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের নাম পরিচয় দেওয়া হলো না। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে এসকল অনুসন্ধানী সংবাদ প্রকাশ হলে মাসোহারা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে যারা মাসোহারা নিতেন তাদেরও দুর্দিন যাচ্ছে। কোন রাজনৈতিক নেতা, কোন সাংবাদিক কতটাকা মাসোহারা নিয়েছেন তা মেহেরপুর প্রতিদিনের বিভিন্ন সংবাদে উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে আরো উঠে আসবে।

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ পড়ুন নিচের লিঙ্কগুলোতে

অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা রাজন স্বর্ণকার আটক

এবার মেহেরপুর শহর থেকে আটক অনলাইন জুয়ার আরও চার এজেন্ট

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

চলচ্চিত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিপুন: আপিল বিভাগ

চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অভিনেত্রী নিপুন আক্তারের পক্ষে রায় দিয়েছেন আপিল বিভাগ।

সোমবার (২১ নভেম্বর) হাইকোর্টের রায় স্থগিত করে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন ৩ সদস্যের আপিল বেঞ্চ এ রায় দেয়।

এর আগে বেশ কয়েকবার মামলার শুনানির তারিখ পরিবর্তন হয়।

এর আগে জায়েদ খানকে শিল্পী সমিতির সম্পাদক ঘোষণা করে রায় দেয় হাইকোর্ট। পরবর্তীতে তা স্থগিত ও স্থিতিবস্থা দেয় চেম্বার জজ আদালত।

তবে জায়েদ খানের আইনজীবী বলেন, এই স্টাটাসকো অনুযায়ী জায়েদ খান আপাতত দায়িত্ব পালন করে যেতে পারবেন। তবে নিপুনের আইনজীবী দাবি করেন, বিষয়টির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এছাড়া গত ২৪ ফেব্রুয়ারি অভিনেত্রী নিপুন আক্তারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেন চিত্রনায়ক জায়েদ খান। পরবর্তীতে নিপুনও জায়েদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনেন।